দৈনিক খবর

২৩ MAY 1989
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

কর্মকমিশনের বার্ষিক রিপোর্টে গভীর উদ্বেগ

উচ্চ শিক্ষিত বেকারের হার ভবিষ্যতে হুমকি হয়ে দাঁড়াবে

।। সংসদ রিপোর্টার ।।

বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের ১৯৮৮ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়, বিসিএস প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাধারণ ক্যাডারের শূন্য পদের তুলনায় আবেদনকারীর সংখ্যা দিন দিন এত বেড়ে যাচ্ছে যে, অদূর ভবিষ্যতে উচ্চ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়ে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিরাট হুমকির সৃষ্টি করতে পারে।

গতকাল সংসদে এই প্রতিবেদন পেশ করা হয়।

রিপোর্টে বলা হয়, একটি শূন্য পদের জন্য '৮২ সালে যেখানে মাত্র ২০ জন উচ্চ শিক্ষিত প্রার্থী আবেদন করেছে সেখানে প্রতি বছরই প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে অনুপাতে শূন্য-পদের সংখ্যা বৃদ্ধি না পেয়ে কমে যাওয়াতে '৮৮ সালে একটি শূন্য পদের জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১২৬ জন, যা বাস্তবিক পক্ষেই জাতির জন্য চিন্তার বিষয়।

এই উদ্বেগের মাঝেও শুভ লক্ষণ হচ্ছে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। '৮২ সালে বিসিএস পরীক্ষার জন্য যেখানে মাত্র ৭[illegible] জন অর্থাৎ মোট প্রার্থীর মধ্যে শতকরা ৭ জন মহিলা

শেষ পৃষ্ঠায় ৫ম কলামে

২৩ MAY 1989
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

দৈনিক খবর

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

ভবিষ্যতে উচ্চ শিক্ষিত বেকারের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আবেদন করেন, '৮৮ সালে সেখানে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫,৫৪৯ জন অর্থাৎ শতকরা ১৫ জনে দাঁড়ায়।

রিপোর্টে বলা হয়, পেশাজীবী হিসেবে কৃষিবিদদের নিজস্ব ক্ষেত্র হতে অন্য ক্যাডারে চাকরির অন্বেষণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ ধরনের প্রবণতা উদ্বেগের বিষয়। তবে এ ব্যাপারে প্রার্থীদের মত হচ্ছে, উপজেলা পরিষদে কেবলমাত্র উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা অন্যতম সদস্য হওয়াতে কৃষি ক্যাডারের অন্যান্য কর্মকর্তাদের হীন মর্যাদাসম্পন্ন বলে গণ্য করা হয়।

প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি না থাকায় এবং মডেল ফার্মের জন্য বাজেট বরাদ্দের অপ্রতুলতা হেতু কর্মকর্তাগণকে কৃষি সম্প্রসারণ ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির উপযুক্ত প্রয়োগে অপারগ বলে মনে করা হয়। এছাড়া কৃষি ক্যাডারগুলোতে পদোন্নতির সম্ভাবনা সীমিত বলে মনে করা, অপর পক্ষে প্রশাসন, পুলিশ, হিসাব, নিরীক্ষা এবং অন্যান্য ক্যাডারের ক্ষমতা ও বিভিন্ন সুবিধাদি অধিকতর বলে মনে করা হয়।

এ প্রেক্ষিতে কমিশন মনে করে কৃষির উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সামগ্রিক জাতীয় কল্যাণের স্বার্থে পেশাজীবী হিসেবে কৃষিবিদদের এরূপ মনোভাবের সংগত কারণ আছে কি-না, পরীক্ষা করে দেখা ও তা নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণের সুপারিশ করেছে।

অন্যান্য কারিগরি বা পেশাগত শিক্ষার প্রার্থীগণও তাদের নিজস্ব ক্যাডারের পদের জন্য পছন্দক্রম আদৌ দেন না বা এত নীচে দেন যে, অনেক সময় তারা তাদের কারিগরি ক্যাডারে চাকরির জন্য সুপারিশ প্রাপ্ত না হয়ে সাধারণ ক্যাডারের পদগুলোর জন্যই অধিক সংখ্যায় সুপারিশ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। ফলে কারিগরি ক্যাডারে সর্বপদের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন দেয়া সম্ভব হয় না বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।

পদোন্নতি বিলম্বিত

জ্যেষ্ঠত্ব ও যোগ্যতার উপর ভিত্তি করেই চাকরি ক্ষেত্রে পদোন্নতি বিবেচনা করা হয়। এ ক্ষেত্রে যোগ্যতা নির্ধারণের মাপকাঠি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার গোপনীয় প্রতিবেদন। কিন্তু প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কমিশনে পদোন্নতির প্রস্তাব পাঠাবার সময় সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ যথাযথ গোপনীয় প্রতিবেদন পাঠাতে দীর্ঘ সময় নিয়ে থাকেন যার ফলে নিয়মিত পদোন্নতি বিলম্বিত হয়। বহু ক্ষেত্রে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতি বছর নিয়মিত না লেখা এ অবস্থার অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়, বিগত বছরগুলোর প্রতিবেদন সম্বন্ধে কমিশন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু এ বিষয়ে অবস্থার তেমন উন্নতি হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় না। কমিশন মনে করে, সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণসূচীর মধ্যে কর্মচারীদের বার্ষিক মূল্যায়ন পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয়।

উল্লেখ্য, '৮৮ সালে কমিশন বিভিন্ন ধরনের ১৮৫৫টি পদে পদোন্নতি দেয়ার জন্য ৩০৫১ জন কর্মচারীর গোপনীয় প্রতিবেদন পেয়েছে। এর মধ্যে ৭৭৭টি প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ৪৭২ জনের নাম সুপারিশ করেছে।

রিপোর্টে বলা হয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে কমিশন সংশ্লিষ্ট দফতর থেকে ভুল তথ্য পাচ্ছে। এতে কমিশনকে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। ভুল অথবা অসম্পূর্ণ তথ্যের জন্য শুধু পদোন্নতি নয়, কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠত্ব নির্ধারণ এবং নিয়মিতকরণে কমিশনকে বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। যাতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সঠিক সিদ্ধান্ত সময়মত পান না এবং তাদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদফতর থেকে শূন্য পদ পূরণের জন্য প্রাপ্ত রিকুইজিশনের ভিত্তিতে কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি জারি করার পর অনেক সময় কর্তৃপক্ষ উক্ত রিকুইজিশন অনুসারে লোক নিয়োগ করা হবে না বলে কমিশনকে জানায়। এরূপ পদক্ষেপ মোটেও অভিপ্রেত নয়।

কারণ কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপন প্রকাশের সাথে সাথে দেশের বেকার ছেলেমেয়েরা চাকরি লাভের আশায় কমিশনে আবেদনপত্র জমা দেয়। কিন্তু পরে তা বাতিল করা হলে প্রার্থীরা যে শুধু হতাশ হন তা নয়, দেশবাসীর কাছে কমিশনের ভাবমূর্তিও যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়। এরূপ ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে না ঘটে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী বলে কমিশন মনে করে।

[illegible]